দর্শনায় ১৯৫ বোতল ফেনসিডিলসহ বাবা-ছেলে গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৯৫ বোতল ফেনসিডিলসহ রিপন মিয়া (২৯), রকিম মিয়াকে (৫০) গ্রেফতার করছে দর্শনা থানা পুলিশ।

জানাগেছে গতকাল শুক্রবার (২২ মার্চ) রাত সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে, অভিযান চালায় রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের উত্তর পাড়ায়। এ সময় দর্শনা থানার এস আই সোহেল রানা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় রকিব মিয়ার বাড়িতে। এ সময় পুলিশ রকিব মিয়ার নিজ শুয়ার কক্ষে খাটের নিচ থেকে ১৫০ বোতল ও রিপনের ঘর থেকে ৪৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে। এ ফেনসিডিলের বাজার মূল্য অনুমান ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা।

এ ঘটনায় এস আই সোহেল বাদি মাদক আইনে বাপ ও ছেলের বিরুদ্ধে দায়ের করেছে মামলা।

দর্শনায় গাঁজাসহ ইজিবাইক চালক জনি গ্রেফতার

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী ইজিবাইক চালক জনি আক্তারকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গতকাল রোববার দিবাগত রাত সোয়া ১১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে থানার এসআই তারেক হাসান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের নতুনপাড়ায়। এসময় গ্রামের নতুনপাড়ার জনৈক মোসলেম উদ্দীনের বাড়ির সামনে রাঙ্গিয়ারপোতা- সিংনগরগামী পাঁকা রাস্তার উপর হতে সিংনগরগামী একটি ইজিবাইকের

গতিরোধ করে তাতে তল্লাসী চালিয়ে চালকের হেফাজত হতে ৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা সহ চালক জনি আক্তারকে (২৪) গ্রেফতার করেন।

গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ী চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের পুরাতনপাড়ার আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে।

সেই সাথে গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ীর নিকট হতে মাদক বহনকাজে ব্যবহৃত একটি নীল রংয়ের পুরাতন তিন চাকা বিশিষ্ট ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের একটি ইজিবাইক উদ্ধার পূর্বক জব্দ তালিকা মোতাবেক জব্দ করে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ফেনসিডিলসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদকবিরোধী অভিযানে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে ৬ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়েছে।

আজ সোমবার (১৮ই মার্চ) দুপুর ২টার সময় মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ঘোষপাড়া গ্রাম থেকে আবিরা খাতুন এবং মুজিবার রহমান নামের দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়।

আটককৃত আবিরা খাতুন মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ঘোষ পাড়ার আজিবার রহমানের স্ত্রী ও মজিবার রহমান একই গ্রামের নজবুল ইসলামের ছেলে।

জানা গেছে গোপন ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আবুল হাশেমের নেতৃত্বে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মুজিবনগর উপজেলা দারিয়াপুর ঘোষপাড়া এলাকা অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন।

পরে আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ সনের ৩৬
(১) সারণীর ১৪(ক) ধারায় মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ফেনসিডিল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ কর্তৃক মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ৩৩ (তেত্রিশ) বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা দিকনির্দেশনায় চুয়াডাঙ্গা থানা এলাকায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় চুয়াডাঙ্গা সদর থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোঃ আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে এসআই (নিঃ)/ কৃপা সিন্ধু মৃধা সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ চুয়াডাঙ্গা থানা এলাকায় মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান পরিচালনাকালে গত বুধবার রাত এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা পৌরসভাধীন ঝিনাইদহ বাসস্ট্যান্ড এ অবস্থিত ডিলাক্স নামক বাস কাউন্টারের সামনে পৌঁছালে পলাতক আসামী মোঃ আব্দুর রউফ ওরফে রব (৪৫), পিতা- মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাং-দিগড়ী ইসলামপুর (ডোমচারা), থানা ও জেলা-চুয়াডাঙ্গা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ৩৩ (তেত্রিশ) বোতল ফেন্সিডিল ফেলে পালিয়ে যায় এবং উক্ত ফেনসিডিল পুলিশ উদ্ধার করে।

পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়মিত মামলা রুজু হয়।

ঝিনাইদহ সড়ক বিভাগের গাড়ী থেকে ফেন্সিডিল উদ্ধার, আটক ৩

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মধুপুর এলাকা থেকে ফেন্সিডলসহ ৩ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে র্যাব-৬। আজ শনিবার (৯মার্চ) ভোরে তাকে আটক করা হয়। জব্দ করা হয়েছে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের ব্যবহৃত একটি গাড়ী। যা বিভাগের পদস্থ এক কর্মকর্তা ব্যবহার করেন। গাড়ীতে সড়ক বিভাগের লোগো লাগানো ছিলো।

আটককৃতরা হলো-গাড়ী চালক ঢাকার তেজগাও কুনিপাড়া এলাকার শাহাজাদা ফিরোজের ছেলে রমজান হোসেন দেওয়ান (৩০), বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার গোডাঙ্গা গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে জুবায়ের হোসেন জুয়েল ও চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার শেনেরহুদা গ্রামের মৃত মাহাতাব উদ্দিনের ছেলে নজর হোসেন (২৫)।

র্যাব-৬, সিপিসি-২ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার মেজর নাঈম আহম্মেদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে চুয়াডাঙ্গা থেকে সড়ক বিভাগের একটি গাড়ী যোগে ঢাকায় ফেন্সিডিল পাচার হচ্ছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার ভোরে সদর উপজেলার মধুপুরে চেকপোস্ট বসায় র্যাব। সেসময় সন্দেহ হলে একটি পাজারো গাড়ীর গতিরোধ করে তল্লাসী করলে পাওয়া যায় ১৫০ বোতল ফেন্সিডিল। সেসময় আটক করা হয় ড্রাইভারসহ ৩ জনকে। এ ঘটনায় র্যাবের পক্ষ থেকে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

দর্শনার ১০টি স্বর্ণেরবারসহ চোরাচালানী আটক

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী নাস্তিপুর গ্রামে চোরাচালান বিরোধী অভিযানে ১ কেজি ১৬৬ গ্রাম ওজনের ১০টি অবৈধ স্বর্ণেরবারসহ এক ব্যক্তিক আটক করেছে বিজিবি। সেই সঙ্গে চোরাচালানী কাজ ব্যবহৃত তার কাছ থাকা একটি মোবাইল ফোন ও

বাইসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

আজ শুক্রবার আনুমানিক সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পিএসসি মেইলে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তীর মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদের অবৈধ স্বর্ণেরবারসহ এক ব্যক্তিকে আটকের খবরটি জানান।

আটক ব্যক্তি হলো, জেলার দামুড়হুদা উপজেলার ঝাঁঝাডাঙ্গা গ্রামর মুজিবুর মন্ডলের ছেলে আল-মামুন মন্ডল (২৮)।

ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পিএসসি জানান, ভারতে স্বর্ণ চোরাচালান হবে এমন খবর পেয়ে তারই নেতৃত্বে একদল বিজিবি সদস্য সীমান্তের প্রধান খুঁটি ৭৮/৮-আর হতে আনুমানিক ২শ গজ বাংলাদেশের অভ্যান্তরে নাস্তিপুর গ্রামের রাস্তার ওপর অবস্থান নেয়। এদিন বিকালে প্রায় ৪টার দিকে বাইসাইকেলকযোগে এক ব্যক্তিক সীমান্তের দিকে যেতে দেখে বিজিবি সদস্যরা তাকে থামার জন্য বলে। সে বাইসাইকেলযোগে পালিয়ে যেতে চাইলে বিজিবি সদস্যরা তাকে আটক করে। ওই মুহুর্ত তার দেহ তল্লাশী করার সময় তার কোমর ১ কেজি ১৬৬ গ্রাম ওজনের ১০টি (১০০ ভরি) অবৈধ স্বর্ণেরবারের সন্ধান পায় বিজিবি সদস্যরা। এরপর তাকে অবৈধ স্বর্ণেরবারসহ আটক করা হয়।

আটক চোরাকারবারী ব্যক্তি আল-মামুন মন্ডলের বিরুদ্ধে বিজিবি সদস্য হাবিলদার আব্দুল হাকিম দর্শনা থানায় মামলা করে তাকে থানায় সোপর্দ করেছে এবং জব্দ করা অবৈধ স্বর্ণেরবার গুলো পরীক্ষার পর নিশ্চিত হয় চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে তিনি জানান।

দর্শনায় গাঁজাসহ এক মাদককারবারী গ্রফতার

দর্শনা থানা পুলিশ মাদকবিরাধী অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ গ্রেফতার করেছে এক মাদককারবারীকে। তার বিরুদ্ধে থানায় দায়ের করা হয়েছে

মামলা।

গতকাল বুধবার রাত পৌন ১১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে এসআই ফাহিম হোসেন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে মাদক বিরাধী অভিযান চালান দর্শনা পারকষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের বড় বলদিয়া গ্রামে। পুলিশ ওই এলাকার আজাত আলীর বাড়ির সামনে থেকে গ্রেফতার করে একই ইউনিয়নের ছোট বলদিয়া গ্রামের মসজিদ পাড়ার খোরশেদ মন্ডলের ছেলে মোকারিম মন্ডলকে (৩৯)।

পুলিশের পক্ষ থেক বলা হয়েছে, গ্রেফতারকৃত মোকারিম মন্ডলের কাছ থেকে ২ কজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় এসআই ফাহিম হোসেন বাদী হয়ে গ্রফতারকৃত মোকারিম মন্ডলের বিরুদ্ধে গতকালই দর্শনা থানায় একটি মামলা দায়র করেছেন।

মেহেরপুরে ডিবি পুলিশের অভিযানে মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) র অভিযানে ৬ কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী মোঃ মিনারুল ইসলাম (৪৫) কে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৯ টা ৪৫ মিনিটের সময় গাংনীর লক্ষীনারায়ণপুর ধলা দক্ষিণপাড়া গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত মোঃ মিনারুল ইসলাম ঐই গ্রামের নুরুল ইসলাম ছেলে।

ওসি সাইফুল আলম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ডিবি পুলিশের এসআই আশরাফ, এএসআই হেলাল, এএসআই ইমরুল এবং এএসআই সেলিমের সহায়তায় পুলিশের একটি দল গাংনীর লক্ষীনারায়ণপুর ধলা দক্ষিণপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে মিনারুল ইসলামকে ৬ কেজি ভারতীয় গাঁজাসহ গ্রেফতার

করা হয় ।

এ সময় প্রাথমিক জিজ্ঞাসা করলে আটককৃত জানান সে ভারত সীমান্ত থেকে অবৈধ পথে গাজা ক্রয় করে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিক্রয় করে থাকে।

এ ঘটনায় ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) সারণির ১৯(খ) ধারায় গাংনী থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। যার মামলা নং- ০৮।

আসামি মিনারুল ইসলামকে আজ বুধবার (৬ মার্চ) দুপুরের দিকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরন করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হাটগোপালপুর এলাকা থেকে ১২ কেজি গাঁজাসহ আল আমিন (৪৩) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার (৫ মার্চ) ভোররাতে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত আল আমিন খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার মুসলিমপাড়া গ্রামের মৃত আব্দুল মতিনের ছেলে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শাহীন উদ্দিন জানান, ভোরে হাটগোপালপুর এলাকার ছয়াইল রোডে মাদক ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালায় হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা। সেসময় অন্যরা পালিয়ে গেলেও ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয় খাগড়াছড়ির মুসিলমপাড়া গ্রামের আল আমিনকে। পরে তার কাছ থেকে উদ্ধার করা হয় ১২ কেজি গাঁজা। এ ঘটনায় সদর থানায় একটি মামলা হয়েছে।

দর্শনায় মাদক রাখার অপরাধে তিনজনকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড

দর্শনায় ইয়াবা ট্যাবলেট ও গাঁজা রাখার অপরাধে তিনজনকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন।

দন্ডপ্রাপ্তরা হলেন আল আমীন (১৯) ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের জিয়াউলের ছেলে, মেহেদী হাসান২৫) আজিমপুর মসজিদ পাড়ার আশরাফুলজামানের ছেলে। জাহিদুল শাহ(২১) দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের আব্দুল হালিম শাহর ছেলে।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো:সাইফুল ইসলাম সাইফ। আজ সোমবার বিকাল ৪ টার দিকে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে এ রায় দেন।

জানাযায়, দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের জিয়াউলের ছেলে আল আমীনকে আটক করেন, পরে তার দেহ তল্লাশী করে ২পিচ ইয়াবা ট্যবলেট উদ্ধার করেন, একই দিকে আজিমপুর, মসজিদপাড়ার আশরাফুজ্জামানের ছেলে মেহেদি হাসানকে আটক করেন। পরে তার দেহ তল্লাশী করে ১০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করেন।

এছাড়াও দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের আব্দুল হালিম শাহর ছেলে জাহিদুল শাহকে আটক করেন। পরে তার দেহ তল্লাশী করে ২ পিচ ইয়াবা ট্যবলেট উদ্ধার করেন। পরে ঘটনাস্থলে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে আল আমিন, মেহেদী হাসান ও জাহিদুল ইসলামকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ও দুইজনকে ৫০ টাকা অর্থ দন্ড ও একজনকে ১ শত টাকা অর্থদন্ড করেন। পরে তাদেরকে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। ভ্রাম্যমান আদালতে সহযোগিতা করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খান ও সাহারা ইয়াসমিন।